কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর বিশেষ সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর বিশেষ সভা গত ১০/৬/৯৭ খ্রি. (বাং ২৭-২-১৪০৪) সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী সভাপতি, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান কারিগরি কামিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হলো।
সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং সদস্য সচিব এর পক্ষে মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে এ বিশেষ সভা আহক্ষানের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যপরিধি সভায় উপস্থাপন করতে অনুরোধ করেন।

সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে "তুলা ফসলকে নিয়ন্ত্রিত ফসলের অর্ন্তভূক্তি" করণের বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে কারিগরি কমিটির মতামত ও সুপারিশ প্রদানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এই সভা আহক্ষান করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভা আহক্ষানের বিজ্ঞপ্তির সাথে প্রস্তাবে অনুলিপি সকলকে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও ম্যাগডোনাল্ড এর প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত আছেন। তাদের নিকট থেকে ও বিস্তারিত শোনা যেতে পারে।

অতপর সভাপতি নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড কে আলোচ্য বিষয়তে উল্লেখিত "তুলা ফসলকে নটিফাইড ফসল হিসাবে অন্তর্ভূক্তি" সংক্রান্ত তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রস্তাবের স্বপক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা এবং কারণসমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ করেন।

সভায় নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন বর্তমানে দেশে তিনটি জাতের তুলা আবাদ হচ্ছে। এর ফলন ও আঁশের মান ভারত ও পাকিস্তানে আবাদকৃত জাতসমূহ অপেক্ষা ভাল। জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে বর্তমান জাত তিনটি জোনিং (Zoning) ব্যবস্থায় আবাদ হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন বর্তমানে প্রায় ৬ লক্ষ একর জমি দেশে তুলা আবাদের উপযুক্ত। এর বেশীর ভাগ জমি ছোট ছোট প্লটে বিভক্ত। কাজেই অধিক জাত দেশে আমদানী করা হলে চিহ্নিত উক্ত জমিতেই আবাদ শুরু হবে। তুলা স্ব-পরাগায়িত ফসল হলেও ক্ষেত্র বিশেষে ৬০% পর্যন্ত পর-পরাগায়নে হয়ে থাকে। কাজেই একই এলাকায় একাধিক জাতের আবাদ থাকলে জাতের বিশুদ্ধতা দ্রুত নষ্ট হবে। তাছাড়া বোর্ড বর্তমানে তুলার বীজ বর্ধন ও বিতরণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। কর্মসূচীর আওতার প্রায় সমুদয় চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে আবাদকৃত জাত ছাড়া ভিন্ন জাতের আমদানী ও আবাদ হলে উক্ত কর্মসূচীর উদ্দেশ্য সফল হবে না।

সভায় উপস্থিত ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ লিঃ এর মহা-ব্যবস্থাপক জানান তার কোম্পানী গত মার্চ মাসে ৬টি ভারতীয় হাইব্রিড তুলার জাতের প্রতিটির ১০ কেজি করে মোট ৬০ কেজি বীজ ট্রায়ালের জন্য আমদানীয় অনুমতি চেয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি তার কোম্পানীকে অনুমতি দেয়নি এবং বিলম্বে করার কোন কারণও জানায়নি। ইতোমধ্যে আবাদ মৌসুম আসন্ন। তাকে এই পরিমান বীজ আমদানী করতে দেয়া হলে তিনি তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সাথে জাতগুলোর পারফরমেন্স (Performance) যাচাই করে এর মধ্যে ভাল দু'একটি জাত নিয়মানুযায়ী পরবর্তী মৌসুমে আঁশ উৎপাদনের জন্য আমদানী ও বিতরণ করবেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন উক্ত জাতসমূহের কোম্পানীর নিকট হতে জেনেছেন যে এর ফলন ৩-৪ টন/হেঃ অথচ বাংলাদেশে তুলার গড় ফলন ১.৫ টন/হেঃ। তাছাড়া পর-পরাগায়নের মধ্যে জাতের বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়ার তেমন ঝুকি নেই। কারণ এর মাত্র ১০-১৫% পর্যন্ত পর রাগায়ন হতে পারে। কিন্তু এই পর পরাগায়ন ঠেকাতে নির্ধারিত পৃথকীকরণ দূরত্বে আবাদ যথেষ্ট। ভারতে মাত্র আট মিটার পৃথকীকরণ দূরুত্ব অনুসরণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

জাত ও বীজের মান রক্ষনাবেক্ষন বিষয়ে চাষী প্রতিনিধি, বিজেআরআই ও বাউ প্রতিনিধিগণ নতুন জাত আমদানী ও আবাদে ঝুঁকি আছে বলে অভিমত ব্যাক্ত করেন। বিএডিসি, ডিএই ও ব্রি প্রতিনিধি প্রস্তাবের স্বপক্ষে যথেষ্ট উপাত্ত নেই এবং প্রাইভেট সীড ডিলারগণ এখন আবাদের জন্য বীজ আমদানী করছেন না। কাজেই এখনই তুলা উন্নয়ন বোর্ডের জাতের বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়ার আশংকা দেখেছেন না বলে মনে করেন।
বর্তমানে দেশের বীজ নীতি এবং বীজ আইন অনুযায়ী অ-নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত রেজিষ্ট্রেশনের পর বাজারজাতকরণের জন্য আমদানীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ট্রায়ালের জন্য স্বল্প পরিমান বীজ আমদানী নিয়ন্ত্রিত বা অ-নিয়ন্ত্রিত কোন ফসলের ক্ষেত্রে নিষেধ নেই। আমদানীর অনুমতি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ট্রায়ালের জন্য ৬টি জাতের প্রতিটির জন্য ১০ কেজি তুলা বীজ ভারত হতে আমদানীর অনুমতি
দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় দিতে পারেন বলে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী মনে করেন।
সভাপতি মহোদয় তুলার পর-পরাগায়নের মাত্রা, জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষনাবেক্ষন এবং প্রতিবেশী দেশ হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরও তথ্য এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

১। আপাতত তুলা ফসল কে নিয়ন্ত্রিত ফসল হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজন নেই।

২। ম্যাকডেনাল্ড বাংলাদেশ লিঃ কে তুলা উন্নয়ন বোর্ড এর সংগে বর্তমান মৌসুমে যৌথভাবে ট্রায়াল সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তাবিত প্রতিটি হাইব্রিড তুলার জাতের ১০ কেজি বীজ ভারত হতে আমদানীর অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

৩। তুলা ফসলের উচ্চ হারে পর-পরাগায়নের আশংকা ও জাত রক্ষনাবেক্ষনের উপায় ও জাতের পারফরমেন্স (Performence) ইত্যাদি বিষয়ে তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও ম্যাগডোনাল্ড কোম্পানীকে আরও তথ্য প্রতিবেশী দেশ হতে সংগ্রহ করতে পরামর্শ দেয়া হলো।

৪। বর্তমান মৌসুমে ট্রায়াল সম্পন্ন শেষে ফলাফল ও অন্যান্য তথ্য তুলা উন্নয়ন বোর্ড কে সদস্য সচিব কারিগরি কমিটির নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মনির উদ্দিন খাঁন)
মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ জহুরুল করিম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা।

১০/৬/৯৭খ্রি. তারিখে কারিগরি কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ড এর বিশেষ সভায় উপস্থিত সদস্য তালিকা ঃ

ক্রঃনং	নাম	পদবী
১।	ডঃ মোঃ নূর হোসেন	পিএসও, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
২।	জনাব সিরাজ আহমেদ চৌধুরী	জিএম, ম্যাকডোনাল্ড (বাংলাদেশ) প্রাঃ লিঃ
৩।	জনাব আনোয়ারুল হক	এসএসবি (ভি পি)
৪।	জনাব আবদুল মুত্তালিব	সিএসও (বিড্রিং), বিজেআরআই
৫।	জনাব মোঃ ফজলুল হক সরকার (হান্নান)	কৃষক প্রতিনিধি
৬।	জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা	উপ-পরিচালক, ডিএই
৭।	জনাব লুৎফর রহমান	জ্যেষ্ঠতম প্রফেসর, কৌঃউঃপ্রঃ বিভাগ, বাকৃবি
৮।	জনাব জি এম মঈনুদ্দীন	মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
৯।	জনাব এ এন এম রেজাউল করিম	ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (গবেষণা), ব্রি
১০।	জনাব এম এ বকর	সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি
১১।	জনাব মোঃ তোফসির সিদ্দিকী	তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
১২।	জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	এসভিটিও, এসসিএ